যুবকদের নিক্ষিপ্ত পাথরের আঘাতে রক্তাক্ত হওয়ার পরও রাসুল(সাঃ)এর সবর ও ক্ষমার দৃষ্টান্ত

-----তায়েফের ঘটনা

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহির রহমানুর রাহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছেঃ " যুবকদের নিক্ষিপ্ত পাথরের আঘাতে রক্তাক্ত হওয়ার পরও রাসুল(সাঃ)এর সবর ও ক্ষমার দৃষ্টান্ত- -----তায়েফের ঘটনা"

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ

সুরা ৭ আল আ'রাফ, আয়াতঃ ১৯৯

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (199)

অর্থঃ হে নবী! আপনি ক্ষমা করুন। সৎ কাজের আদেশ দিন এবং অজ্ঞদের এড়িয়ে চলুন।

পবিত্র কোরআনে আরও ইরশাদ হচ্ছেঃ

সুরা ১৫ হিজর, আয়াতঃ ৮৫

فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ (85)

হে নবী! আপনি সুন্দরভাবে ক্ষমা করে দিন।

মুত্তাফাকুন আলাইহের একটি হাদীসঃ

বুখারী -৩২৩১, মুসলিম -১৭৯৫

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি একবার নবী করীম(সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলেন ওহুদের যুদ্ধের দিন অপেক্ষাও বেশী কঠিন কোন দিন কি আপনার অপর দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে? তিনি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ তোমার সম্প্রদায়ের নিকট থেকে আমাকে যে যে দুঃখ কষ্টের সম্মুক্ষীন হতে হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে কঠিন ছিল সেই দিনটি যেদিন তাওহীদের বাণী নিয়ে আমি তায়েফে আমর বিন উমাইর সাকাফির পুত্রদের নিকট নিজেকে পেশ করেছিলাম। তারা তাওহীদের দাওয়াত গ্রহণ তো করেই নি উপরন্তু কিশোর ও যুবকদেরকে আমার পিছনে লেলিয়ে দিল। তারা আমাকে উত্যক্ত, অপমানিত ও পাথর ছুড়ে শরীর রক্তাক্ত করে দিল। নির্যাতন ও রক্তাক্ত হয়ে ক্লান্ত-শ্রান্ত অবস্থায় আমি নিজ গন্তব্যে রওনা করি। এভাবে চলতে চলতে 'কার্ণে সায়ালিব' নামক স্থানে পৌঁছার পূর্ব পর্যন্ত আমার জ্ঞানই ফেরেনি।

এরপর (আমার জ্ঞান ফেরার পর) আমি ওপরের দিকে মাথা উঠালাম। হঠাৎ আমি দেখতে পেলাম একখন্ড মেঘ আমার ওপর ছায়া বিস্তার করে রয়েছে। ব্যাপারটি ভালোভাবে নিরীক্ষণ করে বুঝতে পারি এতে জীবরাঈল(আঃ) রয়েছেন।

তিনি আমাকে আহ্বান জানিয়ে বললেন, আপনার সম্প্রদায় আপনাকে যা বলেছে এবং আপনার প্রতি যে আচরণ করেছে আল্লাহ তা'য়লা সবকিছুই শুনেছেন এবং দেখেছেন।

এখন তিনি (আল্লাহ) পর্বত নিয়ন্ত্রণকারী ফেরেশতাগণকে আপনার খেদমতে প্রেরণ করেছেন। আপনি তাদেরকে যা ইচ্ছা নির্দেশ প্রেরণ করুন। এরপর পর্বতের ফেরেশতা আমাকে সালাম

জানিয়ে বললেন, হে মুহম্মদ(সাঃ)! কথা একটাই, আপনি যদি চান এদেরকে দুই পাহাড় একত্রিত করে পিষে মারি, তাহলে তাই হবে।

তখন আমি বললাম, আমি তাদের ধ্বংস কামনা করি না

বরং আমার আশা মহান আল্লাহ তা'য়লা এদের ঔরসে এমন

বংশধর সৃষ্টি করবেন, যারা একমাত্র তাঁর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, ফেরেশতাদেরকে রাসুল(সাঃ) যা বলেছিলেন, এটা তার অসাধারণ মানবিক গুণ, মানব প্রেমের সমুজ্জল এক ব্যক্তিত্ব এবং ধৈর্য ও ক্ষমাশীল অনুপম চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়।

আল্লাহ আমাদেরকে কঠিন অবস্থায়ও ধৈর্য ও ক্ষমাশীল চরিত্র অবলম্বন করার তৈফিক দান করুন।

আমীন।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

.....